কবিতা

মহাবোধির অন্বেষণে

ধর্মানন্দ ভিক্ষু (প্রজ্ঞাপ্রিয়)

মহাবোধির অন্বেষণে কেটে গেল কত কাল,
পারমী পূরণের লক্ষ্যে তাহার, লাগিলো চারি লক্ষ কল্পকাল।

শুধু মহাবোধির অন্বেষণে -
দীপংকর বুদ্ধের পাদমূলে সুমেধের প্রার্থনা,
সম্যকসমুদ্ধ লভিবো এই ছিলো তার কামনা।

মানবজাতির কল্যাণে–
কত দিয়েছি রক্ত-মাংস-অস্হি আর চোখের জল,
কত দিয়েছিল রাজ্য ত্যাগীয়া, দানে চিত্তে ছিল অনল।

বোধিসত্ত পারমী পূরনে–
শুধু দান নয় দশ পারমী আর ত্রিশ উপপারমী অবধি,
জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া গেল লক্ষ্য তাহার মহাবোধি ।

চির সত্যের অন্বেষণে–
অন্তিম জন্মে এসে গৌতম নামে অভির্ভূত এই ধরাতলে,
মহাসত্য দর্শন হলো, গয়ার বোধি বৃক্ষমূলে

অন্তিমে লভিলেন মহাবোধি।

মনের আলো

রুমি চৌধুরী

মনে ঘরে আধাঁর রেখে
কী লাভ আলোর মন্দিরে?
মনকে আলোয় ভরিয়ে তবে
বাহির পানে চাও ফিরে।

স্বর্গ-নরক চাও যদি কেউ
সবই পাবে এই ধরায়
পাপ-পুণ্যের বিচার করে
মিছেই সময়টা হারায়।

দানের আগে নাম খুঁজিলে
সেই দানে আর ফল কোথায়!
স্বার্থ ভেবে দান করিলে
নামটা শুধু ঝুলে মাথায়।

চোখের খোলা রেখে অন্ধ হয়ে
ধর্ম করে লাভটা কী!
জীবন শেষে দেখতে পাবে
ষোল আনাই তার ফাঁকি।

সংস্কার আর বিবেক দিয়ে
যাচাই কর ধর্মকে
অন্ধভাবে বিশ্বাস করে
দোষ দিও না কর্মকে।

পঞ্চনীতি

শাবলু বড়ুয়া

আর কিছু নয় এই জীবনে
শুধুই পঞ্চনীতি,
চললে মেনে কঠোর ভাবে
আসবে সে স্থিতি।

প্রাণী হত্যা করবো না আর
করবো না যে আঘাত
করবো না যে মিথ্যা বলে
কাজে কারো ব্যাঘাত।

করবো না যে ব্যাভিচারও
সম্পদ কারো চুরি,
নেশায় মত্ত হয়ে আমি
ধরবো না যে ছুরি।

এমন করে শপথ নিয়ে
কাটাই জীবন যদি,
জীবন হবে মহাস্রোতের
পুণ্যময় এক নদী।

বুকের ভেতর করলে ধারণ
বুদ্ধের পঞ্চনীতি,
থাকে না তো জীবন জুড়ে
দুঃখ, ভয় ও ভীতি।

'শুভ প্রবারণা'

শ্রাবন্তী বড়ুয়া নীপা

পূর্ণ শশী ঢালছে কিরণ
দূর করতে নিশা।
আকাশ জুড়ে হাজার ফানুস
ঘুচায় অমানিশা।

আলোক গ্রোতে ভাসছে ধরা,
হাসছে শশধর!
শ্রদ্ধা জানাই 'কেশ ধাতু'কে,
করে দু'হাত জোড়।
সাধু সাধু রবে ধরা হয় প্রকম্পিত!
কর জোড়ে, নতশিরে নমি তথাগত।

জন্ম, জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ হতে
পেতে পরিত্রাণ,
ত্যাগীলেন সিদ্ধার্থ-
রাজ্যসুখ, স্ত্রী, পুত্র, মান।
ছন্দককে দান করলেন-
তরবারি, অশ্ব, পরিধান।
এরপরে নিজ হাতে কেটে কেশরাশি,
"নিম্নদিকে না যায় যেন"-
করলেন অধিষ্ঠান।

বোধিসত্তের অধিষ্ঠান শুনে দেবগণ,
শ্রদ্ধাচিত্তে কেশরাশি করেন গ্রহণ।
নিয়ে যান স্বর্গ রাজ্যে, কেশ ধাতু করে,
স্মরি তাই দিনটিকে, মহা স্বরম্বরে।

আলোক বার্তা প্রেরণ করি,
ফানুস তার নাম।
আমাদের শ্রদ্ধায় আলোকিত,
উদ্ভাসিত হোক দেবধাম।
"প্রবারণা পূর্ণিমা" এই শুভ দিনটির নাম।

এই সময়ের ছড়া

অভিজিত বড়ুয়া (বিভু)

কার কি দোষ খানি
তাই নিয়ে উস্কানি
বাড়ছে দিন দিন
নেচে তা ধিন ধিন।

কেউ সেজেছে ধর্মান্ধ
কেউ বা ধর্মভীরু
কেউ বা আবার যেচে
সাজতে চায় হিরো।

কেউ কেউ এনে অন্যকে
চায় না দিতে মান,
গোপন ছলে গোলেমালে
গায় অনৈক্যের গান।

কেউ আবার তামাশা দেখে
আড়ালে দেয় তালি,
অপেক্ষা করে আগ্রহভরে
কে দেয় কাকে চুনকালি।

কেউ আবার ধর্মের সাথে
অধর্ম মিশায় রোজ,
মনগড়া যত নিজের মত
দেয় তকমা ডোজ।

কেউবা হাসে কেউবা ফাঁসে
প্রতিহিংসায় গা ভাসায়,
কেউ আবার ফেইসবুকে
ভাঁড় সেজে লোক হাসায়।

কি আর ভুবন ধরায়
কত চরিত্রের মানুষ,
নিজের মত কত শত
উড়ায় রঙিন ফানুস।

তবুও মনে প্রশ্ন জাগে
ঠিক হচ্ছে তা সবকর্ম!
বিতর্কিত করছি না তো
নিজ জাতিসত্তা ধর্ম?